এদোন উদ্যান থেকে বিতাড়িত

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ২০-২৪পদ

আমরা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ের শেষ অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এদোন উদ্যান কাহিনীরও বিয়োগান্তক পরিণতি ঘটতে চলেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যার জন্য ঈশ্বর এত সুন্দর করে এদোন উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন, সেই মানুষকে তিনি এদোন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং তারা যেন কখনও সেখানে পুনরায় প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য পাহারা দিতে তিনি স্বর্গদূত ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়গ রাখলেন। এই কথা পড়ার পর সহজেই আমরা ঈশ্বরকে ভুল বুঝতে পারি। কিন্তু আদম ও তার স্ত্রীকে এদোন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করে ঈশ্বর তাদের প্রতি, তথা আমাদের প্রতি প্রকৃত অর্থে মহান ভালোবাসা ও দয়ারই প্রকাশ করেছেন। আজ আমরা এই ঘটনা থেকে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সেই ভালোবাসা বা দয়ার গভীরতা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব।

২০ পদে, আদম নিজের স্ত্রীর নাম "হবা" রাখল। এর দ্বারা আদম ঈশ্বরের কথার প্রতি বিশ্বাসেরই প্রকাশ রেখেছে। এর আগে ১৫ পদে, ঈশ্বর সাপের প্রতি তাঁর অভিশাপের কথা বলেছিলেন, "***আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে, এবং তুমি তাহার পাদমুল চূর্ণ করবে।***" অর্থাৎ, শয়তান তথা পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে, ঈশ্বর নারীর বংশধর হয়ে একজন পরিত্রাতার আগমনের প্রতিজ্ঞা করেছেন। ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞাকে আদম বিশ্বাস করেছিল, তাই সে তার স্ত্রীর নাম "নারী" থেকে পরিবর্তিত করে "হবা" রাখল। এর আগে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর যখন আদমের একাকীত্ব উপলব্ধি করে তার জন্য একজন অনুরূপ সহকারিণী করে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে এনেছিলেন, তখন আদম বলেছিলেন, "*এবার হয়েছে; এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; এর নাম নারী হবে, কারণ এ নর থেকে গৃহিত হয়েছে।*" *অর্থাৎ, আদমের স্ত্রীর প্রাথমিক নাম ছিল "নারী," যার অর্থ "নর হইতে গৃহীত"*। কিন্তু এখন তার নাম আদম পরিবর্তিত করে রাখল "হবা" যার অর্থ "জীবিত"। আমরাও আদমের স্ত্রীর নাম "হবা" বলেই জানি, যদিও আদমের দেওয়া তার প্রথম নাম ছিল "নারী"। ১৯ পদে, আদমের পরিণতির কথা ঈশ্বর বলেছিলেন, "*তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করবে।*" এর অর্থ, আদম ও তার বংশধর জন্ম থেকেই মৃত্যুর উদ্দেশে এগিয়ে চলবে। কিন্তু এমন কথা শোনার পরও আদম তার স্ত্রীর নাম পরিবর্তিত করে "জীবিত" বা "জীবিত সকলের মাতা" রাখতে পেরেছিল, কারণ ১৫ পদে উল্লেখিত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আদম বিশ্বাস করেছিল। মৃত্যুই যাদের একমাত্র গতি বা পরিণতি, তারা "আগত পরিত্রাতার" দ্বারা প্রকৃত জীবনের স্বাদ পাবার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল। এইভাবে, নাম পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ অর্থ লুকিয়ে থাকার বিষয় আমরা সমগ্র বাইবেলে দেখতে পাই (অব্রাম- অব্রাহাম; সারই- সারা; যাকোব- ইস্রায়েল; শিমোন- পিতর, ইত্যাদি)। আদি ৩ অধ্যায়ের শিক্ষা থেকে, আমাদের পাপের প্রতি আমরা কেবল দুটি কাজ করতে পারি, (১) সেই পাপের জন্য অনুতাপ এবং (২) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস।

আদম যখন নিজের পাপস্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করল, ঈশ্বর তার প্রতি তাঁর দয়া প্রদর্শন করলেন। ২১ পদে বলা হয়েছে, "*সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার বস্ত্র প্রস্তুত করে তাদের পড়ালেন।*" ঈশ্বরের এই কাজের মধ্যে মানুষের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের কাজের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। আদম ও তার স্ত্রী ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে তাদের উলঙ্গতা ঢেকেছিল (৩.৭); কিন্তু তাদের উলঙ্গতা ঢাকতে, বস্ত্র প্রস্তুত করতে, তাদের পরিবর্তে অন্য একটি প্রাণীকে বলি হতে হল। স্বয়ং ঈশ্বর পশুকে হত্যা করলেন, তিনি তাদের চামড়া সংগ্রহ করলেন, এবং আদম ও হবাকে তা পড়ালেন। অপব্যয়ী পুত্র যখন বাবার কাছে ফিরে এসেছিল, বাবা যেমন তাকে সবচেয়ে ভালো কাপড় পড়িয়েছিলেন (লুক ১৫.২২); বা গাদারার ভূতগ্রস্তকে

সুস্থ করার পর, সে যেমন কাপড় পরে সুবোধ বালকের ন্যায় বসেছিল; অনুতপ্ত আদমের প্রতিও ঈশ্বর চামড়ার পোশাকের মাধ্যমে তার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহই প্রকাশ করলেন। কেবল তাই নয়, এর দ্বারা ঈশ্বর আগামী দিনে প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাতার রক্তসেচনের দ্বারা আদম ও তার বংশধরদের পাপ থেকে পরিত্রাণকে নির্দেশ করেছেন। এর উল্লেখ আমরা ইফিষিয় ১.৬-৭ পদে পাই, **"*সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমে অনুগৃহিত করেছেন, যাঁতে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পেয়েছি।*"** এইভাবে, ঈশ্বর অনুতপ্ত ও তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসী প্রত্যেকের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

এবার আমরা ৩ অধ্যায়ের শেষ অংশ (২২-২৪ পদ) দেখব। প্রথমবার এই অংশ পাঠ করে মনে হতে পারে যে, একটু আগে যে ঈশ্বর আদম ও হবার বিশ্বাস দেখে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শণ করেছেন, তিনি যেন হঠাৎ তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন করেছেন। যাদের জন্য পূর্ববর্তী পদে তিনি নিজে চামড়ার বস্ত্র প্রস্তুত করেছেন, সেই ঈশ্বর তাদেরকে সেই মনোরম উদ্যান থেকে, তথা ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে দূর করে দিলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন, সেখানে পাহারা দেবার জন্য ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন! ঈশ্বরের এমন আচরণ দেখে আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি। ঈশ্বর কেন এমন কাজ করেছিলেন, তা জানার আগে আমরা ২২ পদে যে কথা বলা হয়েছে, তার প্রকৃত অর্থ কী, তা দেখব।

২২ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হবার বিষয় আমাদের একের মতো হল।"* ক্যালভিন এই পদের ব্যখ্যা করতে গিয়ে একে "পবিত্র পরিহাস" *(holy irony)* আখ্যা দিয়েছেন; যার অর্থ "স্তুতিচ্ছলে নিন্দা"। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর তীব্র ব্যঙ্গ সহকারে আদম ও হবার প্রতি বলছেন, *"সাপের কথানুসারে তারা তাদের অভীষ্ট বস্তু লাভ করেছে, তারা ঈশ্বরের ন্যায় হয়েছে।"* যদিও এ কথা তিনি বলেছেন, তথাপি এই ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা ঈশ্বর বস্তত এই কথার বিপরীত দিককেই নির্দেশ করেছেন। ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন, *"মানুষ সাপের কথা শুনে আমাদের একজনের মতো হতে চেয়েছিল। এই ইচ্ছার দ্বারা মানুষ এক বিশেষ অধিকারে অধিকারী হতে চেয়েছিল -- যার অর্থ নিজের ভালো বা মন্দ নিজে ঠিক করা। কিন্তু এ হল এমন বিষয় যা কেবল আমি করতে পারি। এবং আমি মানুষকে, আমার দৃষ্টিতে কী ভালো আর কী মন্দ, তা বলেছি। কিন্তু সে তা পালন করতে অস্বীকার করেছে। পরিবর্তে, তার পক্ষে কী ভালো আর কী মন্দ, তা ঠিক করার অধিকার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর দ্বারা, সে নিজে নিজের ঈশ্বর হয়েছে। সে ভুল পথে, পাপ ও অবাধ্যতার পথে আমার মতো হয়েছে। তাই, সে আজ ভালো ও মন্দকে জেনেছে এমন পথে, যে পথকে আমি নিষিদ্ধ করেছিলাম।"*

এই কারণে আদম ও হবা এদোন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হল। তাদের পাপের দ্বারা, তারা সেই উদ্যানে থাকার বিশেষ অধিকার এবং জীবন বৃক্ষের ফল খাবার অধিকার হারিয়েছে। তাই, *"তারা যাতে হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষের ফল না খেতে পারে ও অনন্তজীবি না হতে পারে"*, তার জন্য ঈশ্বর তাদের সেই উদ্যান থেকে বিতাড়িত করলেন। জীবন বৃক্ষ হল এমন গাছ, যে গাছের ফল খেলে তাদের কোনওদিন শারীরিক মৃত্যু হত না। কিন্তু আদম ও হবা যেহেতু এখন পাপে পতিত হয়েছে; এবং তাদের পাপের একটি পরিণাম হল শারীরিক মৃত্যু সেই কারণে তারা আর এদন উদ্যানে বাস করার উপযোগী নয় ও জীবনবৃক্ষের ফল খাবার যোগ্য নয়। তাই, তারা ও তাদের সন্তানেরা চিরকালের জন্য এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হল।

কিন্তু এই ঘটনার মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখতে পাই। কারণ, যদি পতিত মানুষ ক্রমশ জীবন বৃক্ষের ফল খেত, তাহলে সে পাপের দ্বারা জর্জরিত, পাপের দ্বারা বিকৃত শরীর নিয়ে, চিরকাল বেঁচে থাকত; যা তার ক্ষেত্রে চরম দূর্দশার বিষয় হত। এর অর্থ মানুষ কখনও শারীরিকভাবে মরত না; কিন্তু চিরকালের জন্য এই পাপময় বা মন্দ পরিস্থিতি ভোগ করতে বাধ্য হত। কিন্তু ঈশ্বর চাননি যে আমরা অনন্তকাল পাপের দাস হয়ে পাপ-জর্জরিত জীবন যাপন করি। পরিবর্তে, তিনি সেই পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন ও মুক্তি পাবার

পর, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের গৌরব হোক, কারণ তিনি খ্রীস্টের কাজের মাধ্যমে ***"আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করে নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করার"*** পরিকল্পনা করেছেন (ফিলি ৩.২১)। সেই প্রতাপের দেহ, তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসী মানুষ, শেষ পুনরুত্থানের দিন খ্রীস্টের কাছ থেকে লাভ করবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সেই আগামী জীবনে, সেই নতুন পৃথিবীতে, বিশ্বাসী আমরা আবার সেই জীবন বৃক্ষের ফল খাবার সুযোগ পাব (প্রকা ২২.২), যে বৃক্ষের ফল খাওয়া থেকে আদম ও হবা বিতাড়িত হয়েছিল।

হ্যাঁ, জীবনবৃক্ষের কাছে পুনরায় ফিরে আসার পথ ঈশ্বর স্বয়ং করেছেন। কিন্তু এই পথ চোখে দেখা যায়, এমন পথ নয়। চোখে দেখা যায়, এমন অনেক পথ এই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু তাদের কোনটাই আমাদের জীবন-বৃক্ষের কাছে আনতে পারবে না। স্বর্গদূত ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়গের পাহারা, আমাদের শিক্ষা দেয় যে জীবন-বৃক্ষের কাছে ফিরে আসার জন্য কেবল একটিই পথ আছে, অন্য কোন পথ নেই। কারণ, তাদের পাহারা ঈশ্বরের কাছে আসার অন্য সমস্ত পথকে ছিন্ন করেছে। তাই, চোখে দেখা যায়, এমন কোনও কাজ করে, আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি না (রবিবার আমরা মণ্ড লীর আরাধনায় যোগ দিতে পারি; প্রার্থনায় আমাদের মাথা নিচু করতে পারি, গান করতে পারি) কিন্তু আত্মায় যদি প্রকৃত পথের সান্নিধ্যে না আসি; তাহলে, আমাদের সেই ধর্মাচরণের কোন মূল্য থাকবে না।

যদিও আমরা আমাদের কোনও কাজের দ্বারা তাঁর কাছে আসতে পারি না, কিন্তু তিনি পথ করে দিয়েছে, যখন যীশু বলেন, ***"আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না"*** (যোহন ১৪.৬)। যীশুই ঈশ্বরের কাছে আসার একমাত্র ও প্রকৃত পথ। হৃদয়ে যীশুকে বিশ্বাস করাই খ্রীস্টীয় জীবন শুরুর একমাত্র পথ, এবং সেই জীবন ক্রমশ যাপন করারও একমাত্র পথ।

আদম ও হবা জীবনবৃক্ষের ফল খাওয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছিল;কারণ তা না হলে আমরা চিরকাল পাপের দাসত্বে জীবন-যাপন করতাম। কিন্তু ঈশ্বর সেই জীবন বৃক্ষের কাছে আসতে আমাদের জন্য পথ করে দিয়েছেন। আপনি কি সেই পথকে জানেন? আপনি কি তাঁর কাছে এসেছেন, তাঁকে বিশ্বাস করেছেন, তাঁর দেওয়া জীবন জল পান করেছেন (যোহন ৪.৭-১৫)?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)